স্বনির্বাচিত কবিতা

আন্দালীব

পিপুল

পিপুল গাছের ডালে উঠে গেছে চাঁদ
মেঘ নেই কাছে ত্রস্ত হরিণ আছে
মসের বাগানে রাখা ক্যানোপির ফাঁদ
যেন বুবি- ট্র্যাপ মুদে গেছে খুব কাছে

রুকস্যাক ফেলে পাহাড়ের দিকে গেলে
চেনা যাবে ছায়া এই সংগত ট্যুর
পিপুলের ডাল ধরে সুবাতাস খেলে
কস্তুরী ঘ্রাণ আনে দূর বহু দূর

যেন আগুয়ান মেঘ বস্তুত তুলো —
ভেসে চলে এই বিদীর্ণ অবকাশে
থিতিয়ে আসার পর কার দিকে ধুলো
ওড়ে পিপুলের উপশাখাদের পাশে

তবু চাঁদ তার ডালে লুকিয়েছে আলো
আজ সব থেকে ভাল ট্রাভেলার জানে
ব্যাহত বাতাস হায় কতটা পৌঁছাল
উপনিবেশিক যত শব্দের মানে

(গ্রন্থঃ বিদূষিকার লন্ঠন, প্রকাশকঃ উড়কি, সালঃ ২০২১)

মন্টেজুমা

ধ'সেই গেল মস্ত প্রাসাদ আজটেকার,
হিস্পানি ব্যান্ডানাময় দস্যুটার।
লুটতরাজে করল এমন সর্বনাশী,
কাটল মাথা যোদ্ধা দলের দাস ও দাসী।
সঙ্গে নিল রক্তরুবির মূর্তিখানি,
ঝিকমিকিয়ে ওঠার আগেই দৈববাণী —
নাজেল হল ইউরোপীয় ধর্ম মতে,
ইভানজেলি মর্মকথার নর্ম হতে।

রুবির চোখে চোখ পড়তেই আস্তে থামি,
টোটেম গুরু আজকে এমন মুক্তিকামী!
বস্তু ছেড়ে যাচ্ছেন উড়ে অবস্তুতে,
একেশ্বরী ধর্মাচারের এ' খুঁতখুঁতে —
স্বভাবটিতে যারপরনাই আনন্দিত
হলেন গুরু সূর্য তখন অস্তমিত।

বাগানখানি মন্টেজুমার যেই ফুরাল,
কোত্থেকে যে আকাশ- পাতাল তীব্র আলো—
ছড়িয়ে গেল দৃষ্টি সীমায় অভ্রভেদী,
উঠল কেঁপে সিংহাসনের পাষাণবেদী।
সেই আলোতে মন্টেজুমার ঘুম ভাঙাল —
বন্ধুবেশী শত্রু- জাহাজ নিকষ কালো।

রাতের শুরু পরিত্রাণের নেই হদিশ,
ছোট্ট পাখি রাজার কাছেই অহর্নিশ —
গান শুনিয়ে বলল — " এরাই দখলদার। "
" যা দিন গেছে, ফিরবে না আর আজটেকার'।

(গ্রন্থঃ বিদূষিকার লন্ঠন, প্রকাশকঃ উড়কি, সালঃ ২০২১)

হাওয়ালেখ

১.

নিরর্থের দিকে যাও। চিনে নাও, তোমার সমাধিতে কারা এসে
ঠুকে যায় হাওয়ার ফলক।

২.

ঘোর লাগে প্রপেলারে। কার গায়ে জেগে থাকে ওই মেরুন
রাত্রিবাস? দ্যাখো মানুষপুতুল, লৌহকারখানা থেকে উঠে আসে
কেমন সুগ্রীব বিমানের ঝাঁক! আমাদের আশ্চর্য অ্যারোড্রোমগুলো
ডানা ভাঙার আর্তনাদে ভরে ওঠে। মানুষ জেনে গেছে পতনের
শব্দ মূলত জাগতিক সংকেত এক পুনরায় জেগে ওঠার। ফলে
বাতাসের গান বাজে, তরঙ্গ লিখে রাখে আয়নোস্ফিয়ার।

৩.

ফুটেছে হাওয়ার ফুল। নীল আমব্রেলা। অসুখের দিকে রাত্রি
সরে গেছে। গ্রন্থ- মলাটের নিচে বয়ে গেছে রক্তাল্পতা। আমরা তো
দেখিনি আজও প্রসূন- সভ্যতা, আইসিস, দেখিনি নতমুখী ফুল।
গ্রন্থ- সরণির পাশে কী করে শুয়ে থাকে নশ্বরতা! হায় মুদ্রারাক্ষসের দল,
তোমাদের কাছে জমা রাখি আয়ুর ভ্রমর, সুখ্যাতি, আত্মখুনের বারতা।

৪.

এ’ বৈধব্যে পুড়ে যাক মেঘ। হাওয়ার বারতা। তুমি প্রাচীন পুস্তক
নিয়ে কথা বল, যার ভাষা অস্পষ্ট। প্যাপিরাস হে, দিকে- দিকে
কার এত গোপন সংকেত আসে! বিদূষিকার লণ্ঠনে লেগে থাকে
নির্জ্ঞান, প্রবুদ্ধ শহরের আলো। মহাচৈতন্যের মাঝখানে নিশ্চেতন
যেই দেবদারু গাছ আছে, অনুবাদে তারাও সক্ষম। তারা জানে
পৃথিবীর প্রাচীন পুস্তক সব মেলে ধরা আছে বিদূষিকার দিকে।
যার তৃতীয় নয়নে বিদ্ধ তীর। যার করপুটে অতীতের লিখনরীতি হাসে।

৫.

শেষমেষ গ্যাসোলিনই সত্য, গতিনির্ভর এই পৃথিবীতে
আর রাষ্ট্রনায়কেরা পিস্তলেরো। ফলে বুদ্ধি ব্যতীত আর
হারাবার কিছু নেই। আজ পৃথিবীর ম্যাপ নিয়ে
মেতে আছে কারা? উজবুক না কোন রাজর্ষি?
কার নাম লেখা আছে গ্যালিলির সমুদ্রতটে? সে সত্য
সযতনে লুকিয়ে রাখে আজ লৌহ, আকরিকের পাখি।

৬.

নেমে যাই ধীরে, এই অস্পষ্ট গানের মাঝে। দেখি ফুটে আছে
ধূম্রস্বর, লহরী। গাগরি ছলকে ওঠে, গমকে গমকে। ভাঙে ক্রম,
শ্রুতিবিশ্ব। পদপ্রান্তে নেমে আসে সমুদ্র সোপান। অবরোহ গান
বাজে ইথারে- ইথারে, আজ গীতনির্যাস। পুষ্পরথ চেপে কারা
চলে যায় দূরে? তারা জানে প্রস্থান আসলে হাওয়ার কারসাজি,
হাহাকার মূলত বনমর্মর।

৭.

উড়ে যাও ধ্বস্ত কাগজের প্লেন, এই বিজন ফরেস্ট, এই ব্যাকুল
সাব- আরবান দৃশ্য পেরিয়ে। যত দূর দেখ আজ চিৎপ্রকর্ষ,
শঙ্কার বিপরীতে জেগে থাকা রোদ। ছায়ার কাঠামো, বিটপ
আর ছিন্ন পত্রালী। কর্পূরের মত উবে যাওয়া উড্ডয়নপথ,
তারও তো বিয়োগচিহ্ন থাকে, যার দিকে চেয়ে ন্যুব্জ হয়
কাগজের প্লেন, তার ব্যথাতুর ডানা গুটিয়ে আসে।

৮.

কে থাকে আগুনপাহাড়ে – সে' প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি আজও।
শুধু দূর দিকে চেয়ে মনোলিথখানি মৃদু হেসেছে। বাতাসে উড়েছে
ভলক্যানোর ছাই; ভস্মাধার পরিপূর্ণ হয়েছে। জেগে উঠেছে দূরে
আকরিকের পাখি, যার আগুনে- ডানায় চেপে উভচরেরা
মৃত্যুর সীমানা পেরিয়েছে। অনতিদূরেই ধসে পরেছে পাথরের সেতু।
ফলে চিরপ্রশ্ন হয়ে দূরে আগুনপাহাড় শুধু দাঁড়িয়ে থেকেছে।

৯.

ওঠো আজ, অনাবিষ্কারে চলো। স্তূপাকার পড়ে আছে যেখানে
জংধরা জাহাজের শব। উদগার শেষে ফিরে আসা যুদ্ধাস্ত্রের গায়ে
লেগে আছে আজও বহু যুদ্ধের তাপ, বহু স্খলনের চিহ্ন। আর যত
ওই ধাতব আকাশ, যতটা আলকালির সমুদ্র – তুমি লিখে রাখো
খাতায়, চিরকূটে; সেই সব মুছে যাবে। স্ফুলিঙ্গ রবে শুধু,
অগ্নিকুণ্ড রবে। যত কামারশালার গান, হাপরের শব্দ চিরকাল
রয়ে যাবে হৃদয়ে আমার।

১০.

কিংখাবে রাখো প্রেম। বিরহ তোমার। আজ রণক্ষেত্রের দিকে
উড়ে যায় চূর্ণ চকিত গান যত; তারা জানে ধাতু নিগ্রহ, জানে
হাপরের ছল কতোটা ধরে রাখে যুযুৎসা আমার। যদি হননের
রাত আসে, যদি ক্রূর হাসে আকরিকের ফলা; তবে স্থানু হও,
আর নতজানু হও। বৃশ্চিকসূর্যের নিচে আজো কারা গান গায়
এমন পেগান?

(গ্রন্থঃ বৃশ্চিকসূর্যের নিচে, প্রকাশকঃ চৈতন্য, সালঃ ২০১৬)

বন্দিশ - ২

নিহিলতা ভেঙে উঠে আসবার মত
জলযানটির গুঞ্জন ধরে রাখি
পার হয়ে এসে ঝঞ্ঝা- মুখর নদী
তোমার কাছেই আঁকতে দিয়েছি ক্ষত

সে ক্ষত এমন বর্ধনশীল ভাবে
ছড়িয়ে পড়েছে শরীর কিম্বা মনে
দূরে ঠেলে দিয়ে নদীটির কথকতা
বাষ্পরুদ্ধ জলযানখানি কাঁপে

যদি কম্পন ভুলেই ভেবেছ তারে
দূরপাল্লার ভ্রমণের ফাঁকে- ফাঁকে
ট্যুর- প্ল্যান লিখে লাভ হবে না তো আর
পাওয়া যাবে তারে ভাবনার বিস্তারে

ভাবতে- ভাবতে দিন তো গিয়েছে চলে
নিষ্কাম ভাবে কামনায় গনগনে
চুল্লির আঁচে সেঁকে নেয়া গেল প্রেম
মানবিক বোধ পারমাণবিক ছলে

পরমাণু জানে ভেঙে যাওয়া কত ভাল
ভেঙে যাওয়া জানে বিষণ্নতার দিন
দু'টি পথ যেন দুই দিকে গেছে বেঁকে
পথের প্রান্তে বিস্ফোরণের আলো

সেই আলোতেই ঘটিয়েছি মধুরেণ
জলযানটির পেটের ভেতরে বসে
নৌপথে ঘোরা নাবিকের মত করে
আমাকেও লোকে ভুলতে বসেছে যেন

(গ্রন্থঃ বিদূষিকার লন্ঠন, প্রকাশকঃ উড়কি, সালঃ ২০২১)

চিল

যুগ প্রস্তর হীন দূরবীন
মনে অদ্ভুত সংকল্প
যেন চুপচাপ বসে পড়ছেন
গৃহী- যাযাবরে ভরা গল্প

রোদে চক্কর মেরে এক চিল
দেখে মসৃণ জঙ্গলটা
নামে তারপর ভেবে তিনবার
কিছু নির্ভার হলে দলটা

হাতে বল্লম নিয়ে ঝোপঝাড়
ভেঙে চলতেই অশ্বত্থ
যেন গাছটায় সন্ন্যাসটায়
ডানা ঝাপ্টায় উন্মত্ত

কোন এক চিল জানে আসবেই
তার শিকারের সে' মুহূর্ত
তাতে অস্থির হল চারপাশ
ক্রূর বল্লম যেন মূর্ত

পথ বন্ধুর তায় কোন্দল
গতি সকলের গড়পড়তা
তবু আগুয়ান হল নিশ্চুপ
থাকা শিকারীর নির্ভরতা

গাঢ় মাংসের রং রক্তিম
হল শিকারেই হল সিদ্ধি
ওড়ে সেই চিল খোঁজে মঞ্জিল
আজ হয়নি তো ক্ষতি বৃদ্ধি

ঘন উত্তাপ বাতাসের চাপ
আজ সারাদিন খর রোদ্র
দ্বিধা চঞ্চল গোটা অঞ্চল
ফেলে চিল ওড়ে অন্যত্র

(গ্রন্থঃ বিদূষিকার লন্ঠন, প্রকাশকঃ উড়কি, সালঃ ২০২১)

অপুষ্পক- ৪

ফিরিয়ে নাও ফুল
এই মত্ত ঢালাইমেশিন যে' রকম
উগরায় ক্লিংকার
শ্রমঘন দুপুরের পাশে
এসে বসে মৃদু
বিকেলবেলার হাওয়া
চূর্ণ হীরক আর
ঘাসের জঙ্গল থেকে
অনাবৃষ্টির ছাট আসে

উদ্ধত বাবেলের চূড়া
থেকে দেখা যায়
অধঃপতনের দিকে সামান্য
এগিয়ে এসেছে ফুল

(গ্রন্থঃ অপুষ্পক, প্রকাশকঃ জেব্রাক্রসিং, সালঃ ২০১৯)

===

আন্দালীব। বাংলাদেশী কবিতা লেখক। ঢাকায় একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রার হিসেবে কাজ করছেন। জন্মঃ ১ অক্টোবর, ১৯৭৮। লিখছেন প্রায় দুই দশক ধরে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৫টি - বিদূষিকার লন্ঠন (২০২১), অপুষ্পক (২০১৯) , বৃশ্চিকসূর্যের নিচে (২০১৬), টোটেম সংগীত (২০১১), ফ্রস্টেড গ্লাসের ওইপাশে (২০০৮)।